বহু স্তুতি মিনতি করিল বারেবার।
সফলানগরে যেতে করি পরিহার।।
কৃষ্ণদাস বলে "শুন শুন মহাশয়।
আর না হইব প্রজা তোমার ভিটায়।।
তুমি রাজা নাহি তব উচিৎ বিচার।
তোমার সমান অধার্মিক নাহি আর।।
একবার যার সঙ্গে হয়েছে শত্রুতা।
পুনঃ তার সঙ্গে কেহ না করে মিত্রতা।।
নারীকে, রাজাকে নাহি বিশ্বাস করিবে।
চাণক্য পণ্ডিত বাক্য মিথ্যা নাহি হ'বে।।
বিশেষ বিভীষণের প্রতিজ্ঞা রয়েছে।
সে বাক্য মোদের পক্ষে সকল ফলেছে।।"
জমিদার কহে "তোমাদের টাকা দিব।
সাতশত টাকা সুদসহ শোধ হ'ব।।
ধান্য-গোলা ঘর গরু যত লুঠিয়াছি।
অহেতু আমরা বড় দুষ্কর্ম করেছি।।
ইহকালে আমাদের হইল দুর্নাম।
'আখেরে' হইব মন্দ বুঝে দেখিলাম।।
জমাজমি তোমাদের ছিল যে সমস্ত।
অন্যের সহিত করি নাই বন্দোবস্ত।।
যত লুঠ করিয়াছি অস্থাবর মাল।
বুঝে দিব খাট-পাট ঘটি-বাটি-থাল।।
যা হ'বার হয়েছে আমি তো জমিদার।
তোমার নিকটেতে করি পরিহার।।"
পঞ্চভাই জমিদার নিকটে আসিয়া।
কহিলেন ভূ-স্বামীকে বিনয় করিয়া।।
"আমাদের ক্রোধ আর নাহি তোমা প্রতি।
এখনে আসিয়া মোরা হইয়াছি স্থিতি।।
রাজা রামরত্ন রায় মহিমা অপার।
হইয়াছি তার প্রজা করে অঙ্গীকার।।
এখনে তাহাকে ত্যাগ করা বড় লাজ।
বিনা দোষে ভিটা ছাড়া অধর্মের কাজ।।
বিনা অপারধে বল কেবা ছাড়ে বাপ?
এখন তোমার ভিটা গেলে মহাপাপ।।"
এত শুনি বাবু তবে ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস।
নিজ ঘরে গেল ফিরে হইয়া নিরাশ।।
স্বচ্ছন্দে আনন্দে চিত সুখে করে বাস।
বড় কর্ত্তা কৃষ্ণদাস করিল প্রকাশ।।
হরি হরি বল ভাই নাম কর সার।
তারক কহিছে হরি হ'বে কর্ণধার।।

## পঞ্চ ভাই পৃথক-অন্ন ও মুদ্রা বন্টন

পঞ্চভাই, এক ঠাঁই, বসিয়া হরিষে।
হৃষ্ট মনে, ভ্রাতৃগণে, কৃষ্ণদাস ভাষে।।
"কল্য দিনে, আমি মনে, ভাবিয়াছি যাহা।
হৃদি খুলে, সবে স্থলে, বলি ভাই তাহা।।
দেখ ভাই, এক ভাই, করে ঠাকুরালী।
পারে যদি, করে বিধি, মন্দ নাহি বলি।।"
যে সময়, ত্যাগ হয়, সফলানগরী।
এর আগে, হ'তে লাগে, প্রকাশ ঠাকুরী।।
তাহা যত, অবগত, লিখব সে লীলে।
শুন বার্তা, বড় কর্ত্তা, এবে যা কহিলে।।
"হ'লে বংশ, বহু অংশ, হইবে পৃথক।
স্বরাজিতে, একালেতে, হইব বন্টক।।
কর্ম ছাড়া, ঘর ছাড়া, হয়েছি *নাতক।
যে অবস্থা, এ ব্যবস্থা, হওরে পৃথক।।"
চারি ভাই, শুনে তাই, বাক্যে দিল সায়।
বড় কর্ত্তা, কহে বার্তা, "য'বে লুঠ হয়।।
মোর ঠাঁই, আছে ভাই, মুদ্রা দশ শত।
দ্বিশতক, এক এক, ভাগ পরিমিত।।"

*নাতক—ছিন্ন ভিন্ন।